মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে বাণিজ্য মেলা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়াম মাঠে বাণিজ্য মেলা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার (৮ মার্চ) বেলা ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধনে মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে বাণিজ্যমেলা বন্ধের দাবি জানানো হয়।

তারা বলেন, দীর্ঘদিন মেহেরপুরে খেলাধুলা বন্ধ রয়েছে, মেহেরপুর শহরে খেলার জায়গা নাই স্টেডিয়ামে মেলা হলে খেলোয়াররা খেলার জায়গা পাবে না। খেলার মাঠ বাদে অন্য কোথাও মেলা স্থানান্তর করার দাবি জানান তারা।

সেখানে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য এ এস লিটন, আমিরুল ইসলাম অলডাম, মাসুদুল ইসলাম প্রমূখ।

এই সময় জেলার সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়রা এবং ক্রীড়া প্রেমী মানুষরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে

চুয়াডাঙ্গা স্টেডিয়ামে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা পুরাতন স্টেডিয়াম মাঠে সকাল আটটার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কবুতর অবমুক্ত ও আকাশে ফেস্টুন ব্যানার উড্ডয়ন করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার ড. কিসিঞ্জার চাকমা ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা।

বিজয় দিবসের প্যারেড অধিনায়ক আর আই পুলিশ লাইন্স মোঃ আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার-ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কারারক্ষী, বিএনসিসি, সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রোভার স্কাউট, গালর্স-ইন-স্কাউটিং, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়।

কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা প্রবাহের উপর মনমুগ্ধকর শরীরচর্চা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম

কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে খুলনা বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক মানের শেখ কামাল স্টেডিয়াম। ১৩ একর জায়গা নিয়ে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে এই স্টেডিয়ামটি।

এরই মধ্যে স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ২০২৩ সালে

স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করার কথা রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণ শেষ হলে দীর্ঘদিনের ঝিমিয়ে পড়া কুষ্টিয়া জেলার ক্রীড়াঙ্গণ আবারো প্রাণ ফিরে পাবে।

দেশের ক্রীড়াঙ্গণে কুষ্টিয়া জেলার অসামান্য অবদান রয়েছে। এই মাঠ থেকেই উঠে এসেছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন, মোহাম্মদ মিথুন, এনামুল হক, বিজয়দের মতো তারকা সব খেলোয়াড়। ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবলেও আকরাম, আশরাফুলের মতো তারকা খেলোয়াড়দের জন্ম এই কুষ্টিয়া জেলায়।

কিন্তু ভালো মানের স্টেডিয়ামসহ নানা সংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে জেলার ক্রীড়াঙ্গণ যেনো অনেকটায় ঝিমিয়ে পড়েছে। তবে দেরিতে হলেও কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে শেখ কামাল স্টেডিয়াম। পুরনো স্টেডিয়াম ভেঙে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সেখানে নির্মিত হচ্ছে আধুনিক মানের আন্তর্জাতিক এই স্টেডিয়ামটি।

কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী জানান, নতুন এই স্টেডিয়ামে ক্রিকেট এবং ফুটবল দুটি খেলাই যাতে অনুষ্ঠিত হতে পারে সেভাবেই নকশা তৈরি করা হয়েছে। ক্রিকেট পিচের পাশেই থাকবে পুরোপুরি একটি ফুটবল মাঠ। জিমনেশিয়াম, সুইমিং পুল, খেলোয়াড়দের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা, আধুনিক গ্যালারি, প্রেস বক্স, সম্প্রচার পিসিআর, প্রেসিডেন্স এরিয়াসহ আন্তর্জাতিক ভ্যেনুর সকল সুযোগ-সুবিধাই থাকবে এই স্টেডিয়ামে।

আন্তর্জাতিক মানের এই স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ায় খুশি জেলার ক্রীড়াঙ্গনের সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়রাও। তারা দ্রুত এই স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার দাবি জানান।

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচক কুষ্টিয়ার কৃতি সন্তান হাবিবুল বাশার সুমনের কণ্ঠেও উচ্ছ্বাসের সুর।

তিনি জানান, শেখ কামাল স্টেডিয়ামটি হবে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। আমরা এখানে বসেই আন্তর্জাতিকমানের খেলা দেখার সুযোগ পাবো। এটি কুষ্টিয়াবাসীর জন্য একটি বড় অর্জন বলে তিনি মনে করেন।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ

সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি জানিয়েছেন, বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত শেখ কামাল। তার নামেই নামকরণ করা হয়েছে এই স্টেডিয়ামটি। এটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে কুষ্টিয়ার ক্রীড়াঙ্গনে এক নবদিগন্তের সূচনা হবে।

সিরিয়াল কিলারের নামে স্টেডিয়ামের গ্যালারি!

ইংল্যান্ডের ক্লাব সাউথএন্ড ইউনাইটেডের মাঠ রুটস হলের পশ্চিম পাশের গ্যালারির নাম দেওয়া হয়েছে ‘গিলবার্ট অ্যান্ড রোজ ওয়েস্ট স্ট্যান্ড’।

আর এমন নাম দিয়েই বিপাকে পড়েছে ক্লাবটি। কারণ, ইংল্যান্ডের অন্যতম কুখ্যাত ‘সিরিয়াল কিলারের’ নাম রোজ ওয়েস্ট।

এ নামের সঙ্গে গ্যালারির নাম মিলে যাওয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ ঝাড়ছেন ইংলিশরা। যত দ্রুত সম্ভব নাম পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছেন তারা।

অবশ্য ইচ্ছে করে এমন নাম দেয়নি সাউথএন্ড। রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান গিলবার্ট অ্যান্ড রোজের সঙ্গে স্পনসরশিপ চুক্তির কারণে গ্যালারির নামকরণ করা হয় এই নামে।

ক্লাবটির চেয়ারম্যান রন মার্টিন পরে সংবাদমাধ্যম ‘টকস্পোর্ট’কে বলেছেন, ‘এটা দুর্ভাগ্যজনক। ক্লাবের জন্য মোটেই ভালো কিছু নয়। আসলে ক্লাবের বাণিজ্যিক বিভাগের কেউ সেই ভয়ংকর ঘটনার সময় জন্ম নেয়নি। সম্ভবত এ কারণেই বিপত্তিটা ঘটেছে। আমাদের সিনিয়রদের কারও বিষয়টি খেয়াল করা উচিত ছিল। কিন্তু কেউ তা করেনি। এজন্য সবার কাছে ক্ষমা চাই।’

শিগশিগই নাম পাল্টাবেন বলে জানালেন তিনি। বললেন, ‘ক্লাবের প্রধান নির্বাহী টম লরেন্সের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা অবশ্যই নামটি পাল্টাব। আমরা গ্যালারির নাম পাল্টে ‘দ্য ওয়েস্ট স্ট্যান্ড

স্পনসরড বাই গিলবার্ট অ্যান্ড রোজ’ রাখব।’

উল্লেখ্য, ষাটের দশকে ব্রিটিশ নাগরিক রোজ ওয়েস্ট ও তার স্বামী ফ্রেড ওয়েস্ট গ্লুস্টারে নিজেদের বাসায় একের পর এক নৃশংস সব খুন করেন। ২০ বছর ধরে এই দম্পতি ঠিক কতগুলো খুন করেছেন, তার সঠিক হিসাব জানা জায়নি। তবে ১০টি খুনের হিসাব পাওয়া গেছে। সেই দায়ে ১৯৯৫ সাল থেকে রোজ ওয়েস্ট পশ্চিম ইয়র্কশায়ারে কারাভোগ করছেন। আর শাস্তি থেকে বাঁচতে একই বছর জেলে আত্মহত্যা করেন রোজের স্বামী ফ্রেড।

তথ্যসূত্র: ইএসপিএন